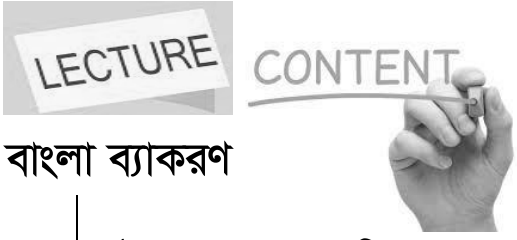

বাংলা ব্যাকরণ

- ☑ বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্ন
- ☑ প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ
- ☑ বাক্য গঠন
- ☑ বাক্য রূপান্তর
  - ⇨ বাক্য রূপান্তরের নিয়ম ও অনুশীলনী
- ☑ বাক্য রূপান্তর
  - ⇨ সরল বাক্য - জটিল বাক্য - যৌগিক বাক্য
- ☑ বাক্য রূপান্তর ⇨ অস্তিবাচক বাক্য - নেতিবাচক বাক্য
- ☑ বাক্য রূপান্তর ⇨ প্রশ্নবোধক বাক্য - নির্দেশক বাক্য
- ☑ বাক্য রূপান্তর ⇨ অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, বিস্ময়বোধক বাক্য, সন্দেহসূচক বাক্য।

বাংলা ব্যাকরণ | প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

৩৮তম বিসিএস

নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)	☞ দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর মতিন সাহেব অক্কা পেয়েছেন।
তালপাতার সেপাই (কৃশকায়)	☞ রেহাতের মতো তালপাতার সেপাই দিয়ে এ কাজ হবে না।
চাঁদের হাট (সুখের সংসার)	☞ সবাইকে নিয়ে গফুর মিয়ার সংসার যেন চাঁদের হাট।
তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)	☞ এ পৃথিবীটা তো একটা তাসের ঘর, কীসের জন্যে এত বড়াই কর?
সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক)	☞ তোমাদের পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৩৭তম বিসিএস

প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:

হরিষে বিষাদ (আনন্দে দুঃখ)	☞ ঘরের লেলিহান অগ্নিশিকার ভেতর থেকে শিশু দুটিকে উদ্ধার করা গেলেও উদ্ধারকর্তার মৃত্যুতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো।
সুলুক সন্ধান (খোঁজখবর)	☞ ব্যবসার সুলুক সন্ধান তার বেশ ভালোই জানা আছে।
মন না মতি (মানবচিত্তের অস্থিরতা)	☞ মানব মন, তার তো পরিবর্তন ঘটতে পারে, কথায় বলে মন না মতি।
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (মরা-বাঁচার উপায়)	☞ শিক্ষাই মানবজীবনের একমাত্র সোনার কাঠি রূপার কাঠি।
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে (অন্যের বিপদে উল্লসিত হওয়া)	☞ রহিম করিমের চরম শত্রু। আজ রহিমের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে জেনে করিম মনে মনে আনন্দিতই হলো– একেই বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া (হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ)	☞ এবারের রেডক্রস লটারির ৪০ লাখ টাকার পুরস্কার পেয়েছে মানিকগঞ্জের এক গাড়ি মেকানিক– বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া একেই বলে।

৩৬তম বিসিএস

↘ প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) ☞ ছেলেটির পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বাড়লেও তার উড়নচণ্ডী স্বভাব যায়নি।

খণ্ড প্রলয় (তুমুল কাণ্ড) ☞ খণ্ড প্রলয় করে সমস্যার সমধান করা যায় না।

আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব)

☞ নিজের ঘর না সামলিয়ে পরের ব্যাপার নিয়ে ভাবচে– একেই বলে আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া।

যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে (পটু লোকের পক্ষে যা সহজ অপটু লোকের পক্ষে তা করা অসম্ভব)

☞ কাঠমিস্ত্রীকে দিয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করানো এক অর্থে যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।

একাদশে বৃহস্পতি (মহাসৌভাগ্য) ☞ নিজের পদোন্নতি, মেয়ের চাকরি, ছেলের স্কলারশিপ– লোকটির এখন একাদশে বৃহস্পতি।

আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার পিঠে চড় (কোন কিছু অর্জনের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত)

☞ বাড়িটি করার পূর্বে আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়– ভাবা উচিত ছিল।

৩৫তম বিসিএস

↘ প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন:

হরি ঘোষের গোয়াল ☞ অলস ও নিষ্কর্মা লোকজনের কোলাহলপূর্ণ আড্ডা।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে ☞ নজের কথা না ভেবে অপরের দুঃখে খুশি হওয়া।

চিত্রগুপ্তের খাতা ☞ সবকিছু লিখিত খাতা।

ওঝার ব্যাটা বনগরু ☞ পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।

শিখণ্ডী খাড়া করা ☞ আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা।

থোর বড়ি খাঁড়া খাঁড়া বড়ি থোর ☞ বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে।

৩৪-তম বিসিএস

↘ আগে-পিছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্!

দেখো, মাতবর সাব যাচ্ছেন, সঙ্গে চ্যালা-চামুণ্ডারাও আছেন। গত দুবছরে কী করেছেন সবই তো দেখলাম- আগে-পিছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্! এখানে 'লণ্ঠন' হলো চাটুকারের দল। আর এদের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকেন স্বার্থলোলুপ নেতা। আসলে বাইরে অনেকের চালচলনে হম্বিতম্বি প্রকাশ পেলেও কর্মক্ষেত্রে তারা আত্মস্বার্থ হাসিলেই মগ্ন থাকেন। প্রকৃত কাজের লোকেরা লোক দেখানো আড়ম্বর করেন না।

৩৩-তম বিসিএস

↘ পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

ফুল ফোটে- গন্ধ ও সৌন্দর্য বিলায়। তাতে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, গৌরব আছে। মনুষ্যসমাজে মহৎ লোকেরা অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। মানুষ তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান ও আদর্শের পথ চিনতে পারে। পরের জন্য জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ করতে পারলে আমাদের জীবনও সার্থক ও সুন্দর হবে। আমরাও পারি– পুষ্পের মতো নিজেদেরকে অপরের জন্য মেলে ধরতে।

৩২-তম বিসিএস

↘ সে কহে বিস্তার মিছা, যে কহে বিস্তর

মিথ্যা বলা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে চাইলেও মানুষের পক্ষে সবসময় তা সহজ হয় না। যে ব্যক্তি কথা প্রচুর বলেন, এককথায় যিনি বাচাল, তার পক্ষে মিথ্যা এড়ানো আরও বেশি কষ্টকর হয়। বেশি কথা-বলা মানুষের মুখ থেকে বেশি মিথ্যা বের হবে– এটাই স্বাভাবিক। স্বল্পভাষী মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়ে থাকেন। মিথ্যা কমানোর সহজ উপায়, তাই, কথা কম বলা।

৩১-তম বিসিএস

➘ যে সহে, সে রহে

সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এ গুণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানুষ পর্যুদস্ত হয়ে চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধে চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়, সে-ই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। সহিষ্ণুতার গুণেই রবার্ট ব্রুস সপ্তমবারের যুদ্ধে শত্রুর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করেন।

৩০-তম বিসিএস

➘ অতি দর্পে হত লঙ্কা

'অতি দর্পে হত লঙ্কা'– প্রবাদটির অর্থ 'বেশি অহংকারে পতন'। সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বিপুল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তার আচরণ হয় উদ্ধত, চলাফেরা হয় বেপরোয়া। কাউকে সে তোয়াক্কা করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে অহংকার মদমত্ত এই মানুষ কিন্তু তার সর্বনাশ তথা পতনের দিকে এগিয়ে যায়। পরিণামে তার ধ্বংস বা পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২৯-তম বিসিএস

➘ মাছের মার পুত্রশোক

'মাছের মার পুত্রশোক' কথাটির অর্থ কপট বেদনাবোধ। যাকে আরও সহজে বলা যায়– আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর লোক দেখানোর জন্য কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চোখের পানি ফেলে: এ যেন মাছের মার পুত্র শোক। তেমনি সংসারেও দেখা যায় এর নানা উদাহরণ। জীবিত থাকা অবস্থায় দুই সতীনের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না। অথচ এক সতীনের মৃত্যুতে আরেক সতীন কাঁদছে, দেখে মনে হয় মাছের মার পুত্রশোক।

২৮-তম বিসিএস

➘ যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ

ক্ষমতা মানুষকে কলুষিত করে, সর্বময় ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কলুষিত করে। ক্ষমতা হাতে পেলেই মানুষ রাবণের মতো অত্যাচারী হয়ে ওঠে। 'ধরাকে সরা জ্ঞান করা' তখন তার ব্রতে পরিণত হয়। এভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার সাধারণ জনগণকে করে তোলে বিতৃষ্ণ। ক্ষমতাবান মানুষ দিনে দিনে রাবণের ন্যায় অত্যাচার অনাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ক্ষমতাবানদের মনে রাখা উচিত তাদের এ ক্ষমতা একদিন থাকবে না, কিন্তু মানুষ এ অত্যাচারের কথা কখনো ভোলে না।

আলোচ্য বিষয়

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

সাক্ষী গোপাল, উড়নচণ্ডী, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, **অতি দর্পে হত লঙ্কা**, মাছের মার পুত্রশোক, শিখণ্ডী খাড়া করা, হরি ঘোষের গোয়াল, আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া, হরিষে বিষাদ, একাদশে বৃহস্পতি, ওঝার ব্যাটা বনগরু, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, আঠারো মাসে বছর, ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে, উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল, একে নাচুনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি, কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, কাকের মাংস কাকে খায় না, কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস, কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো , কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে, আগাছার বড় বাড়, গোদের উপর বিষফোঁড়া, গরীবের ঘোড়ারোগ, গরু মেরে জুতা দান, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, গতস্য শোচনা নাস্তি, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, ঘরের শত্রু বিভীষণ, পর্বতের মূষিক প্রসব, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী, হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, মশা মারতে কামান দাগা, মাছের তেলে মাছ ভাজা, মাছের মার পুত্রশোক ।

STUDENT STUDY

প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ প্রকাশ

অ

- অর্চনের ধন চর্বণে যায় = অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হয়।
- অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ = অসৎ মতলব লুকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশয্য।
- অসারের তর্জন গর্জন সার = অক্ষম হাঁকডাকে কাজ হয় না।
- অতি দর্পে হত লঙ্কা = অহঙ্কার পতনের মূল।
- অতি লোভে তাঁতি নষ্ট = বেশি লোভ করতে গিয়ে সব কিছু হারানো।
- অধিক/অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট = অতিরিক্ত লোকের পাণ্ডিত্যের কারণে কাজ নষ্ট।
- অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায় = ভাগ্য যার খারাপ, কোনোদিকেই সে আশা দেখতে পায় না।
- অল্প পানিতে পুঁটি মাছ ফরফর করে = যাদের বিদ্যা সামান্য তারাই বেশি বিদ্যা ফলাতে যায়।

আ

- আটে-পিঠে দড়, ঘোড়ার পিঠে চড় = যোগ্যতা অর্জন করেই কাজে নামা উচিত।
- আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া = প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় না করে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায় গা ভাসানো।
- আগাছার বড় বাড় = অকাজের লোকের হাঁকডাক বেশি।
- আগে গাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠন্‌ঠন্ = আড়ম্বর ও আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজের একেবারে ফাঁকি।
- আঠারো মাসে বছর = দীর্ঘসূত্রিতা, সময়-সচেতনতার অভাব।
- আপন কথাই পাঁচকাহন = কেবল নিজের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা।
- আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি = সামান্য লোকের বড় কাজে মাথা ব্যথা।
- আমড়া গাছে আম হয় না = মন্দ লোকের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না।
- আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে = অন্যের দয়ায় জীবনধারণ করে আবার অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা।
- আরশির মুখে পড়শীকে দেখা = নিজের মতো করে অন্যকে ভাবা।

ই

- ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে = স্বভাব সহজে বদলানো যায় না।
- ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় = কাজে ব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই।

উ

- উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল = অল্প আহার স্বাস্থ্যকর, ভরাপেটে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- উড়ো খৈ গোবিন্দয় নমঃ = নাগালের ব্যবহৃত জিনিস দানে ব্যবহৃত।
- উনো বর্ষা দুনো শীত = অল্প কাজে অধিক লোভ।
- উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে = একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

এ

- এক ক্ষুরে মাথা কামানো = একই স্বভাবের দোষে দোষী।
- এক মাঘে শীত যায় না = বিপদ একবার কেটে গেলেও বারবার যে কাটবে এমন নয়।
- এঁটোপাত না যায় স্বর্গে = পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না।
- একে নাচুনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি = ইন্ধন জোগানো।

ও

- ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে = আকস্মিকভাবে বড় বিস্ময় সম্পাদনের চেষ্টা।

ক

- কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা = নিজের স্বভাব কেউ বদলাতে পারে না।
- কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা = অল্প বয়সেই স্বভাব নষ্ট হওয়া।
- কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন = অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ।
- কাকের মাংস কাকে খায় না = স্বজন বা স্বগোত্রের প্রতি অনুরাগ।
- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস = ছোটকালে শিক্ষার সময়, বড়কালে অসম্ভব।
- কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো = নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা।
- কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে = সাধারণের পরামর্শও উপকারে আসে।

খ

- খুঁটির জোড়ে ভেড়া নাচে = প্রবলের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বল শক্তির দাপট দেখায়।

গ

- গো মড়কে মুচির পার্বণ = একের ক্ষতিতে অন্যের লাভ।
- গোদের উপর বিষফোঁড়া = কষ্টের উপর কষ্ট।
- গরীবের ঘোড়ারোগ = অক্ষমের অতিরিক্ত প্রত্যাশা।
- গরু মেরে জুতা দান = গুরুতর ক্ষতি বা অপমানের পর সামান্য কিছু দিয়ে অপরাধ কাটানোর চেষ্টা।
- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল = কাজ আরম্ভ করার আগেই ফলভোগের ব্যবস্থা।
- গাছে না উঠতেই এক কাঁদি = কাজ শুরু করার আগেই ফলপ্রাপ্তি।
- গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল = যার কর্তৃত্ব কেউ পছন্দ করে না, অথচ সব কাজেই যে কর্তৃত্ব করতে চায়।
- গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না = পরিচিত যোগ্য ও গুণীও মর্যাদা পায় না।
- গতস্য শোচনা নাস্তি = বিগত বিষয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।
- গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা = যার জিনিস তাকেই দান করা।

ঘ

- ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় = বিগত বিপদের কথা স্মরণ করে অনুরূপ বিপদের ভয়ে কাতর।
- ঘটি ডুবে না নামে তালপুকুর = ক্ষুদ্রের বড় ভাব দেখানো/অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা।
- ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো = বিনা পারিশ্রমিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হওয়া।
- ঘরের শত্রু বিভীষণ = অভ্যন্তরীণ শত্রু।
- ঘাড়ের ভূত নামানো = দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করা।

চ

- চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা = অসজ্জন লোক অসজ্জন লোকেরই সমর্থন পায়
- চামচিকে আবার পাখি = বাহ্যিক বড় দেখালেই বড় হয় না
- চেনা বামুনের পৈতা লাগে না = পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার পড়ে না।
- চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী = অসাধু লোককে উপদেশ দান বৃথা।
- চালুনি বলে সূঁচ তোর দেখি ছ্যাদা = নিজের দোষ সত্ত্বেও অপরের সামান্য দোষের সমালোচনা করা।

ছ

- ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো = অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়।
- ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা = তুচ্ছ কাজে হাত দিয়ে দুর্নাম পাওয়া।
- ছোট মুখে বড় কথা = অযোগ্য লোক দ্বারা সম্মানী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার।

জ

- জহুরিই জহরত চেনে = গুণীই গুণের কদর বোঝেন।
- জলে কুমির ডাঙায় বাঘ = উভয় সংকট।
- জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ = সবরকম কাজে পটুতা।
- জোঁকের মুখে নুনের ছিটা = দম্ভকারী বা দুষ্ট লোকের উপযুক্ত মোকাবিলা।

ঝ

- ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা = দলছুটের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তন।

ঠ

- ঠাকুর ঘরে কে? – আমি কলা খাই না = নির্বুদ্ধিতা।
- ঠক বাছতে গাঁ উজাড় = মন্দের সংখ্যা এত বেশি যে ভালো লোক পাওয়াই মুশকিল।

ঢ

- ঢাকঢাক-গুড়গুড় = প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা।
- ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার = ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে যাওয়া বৃথা।
- ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে = অবস্থার উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া।

ত

- তিল কুড়েয়ে তাল = তুচ্ছ কিছু জমিয়ে বড় কিছুর সৃষ্টি।

দ

- দশ চক্রে ভগবান ভূত = অনেকের চক্রান্তে নির্দোষকে দোষী বানানো।
- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো = বিঘ্ন সৃষ্টিকারী লোক কাজের হলেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মঙ্গলজনক।

ধ

- ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ = অর্থ, আত্মীয় ও যৌবন জোয়ারের পানির মতোই ক্ষণস্থায়ী।
- ধর্মের কল বাতাসে নড়ে = গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ।
- ধান ভানতে শিবের গীত = অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

ন

- নাকের বদলে নরুন = মারাত্মক ক্ষতির বদলে তুচ্ছ ক্ষতিপূরণ।
- নেড়া বার বার বেলতলায় যায় না = ভুক্তভোগী কখনো বার বার ঠকতে চায় না।
- নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা = অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত।
- নানা মুনির নানা মত = ঐকমত্যের অভাব।
- নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না = বংশে বড়লোক, কিন্তু ধনসম্পদ সব গেছে।
- নিজের কোলে ঝোল টানা = স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা।
- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? = যে বিপদে সবার ক্ষতি হয়।
- নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ = নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা।

প

- পর্বতের মূষিক প্রসব = বিপুল উদ্যোগের তুচ্ছ অর্জন।
- পরের ধনে পোদ্দারি = অন্যের অর্থ ইচ্ছামত খরচ করে বড়লোকি দেখানো।
- পেটে খেলে পিঠে সয় = লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়।
- পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে = বিপদে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা।
- পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় = অসৎ পথের উপার্জন অকাজে ব্যয় হয়।
- পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে = বাড়াবাড়ি পতনের কারণ।

ফ

- ফেল কড়ি মাখ মেল = অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছাপূরণ।

ব

- বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ = বুড়ো বয়সে ফূর্তিবাজ যুবকের মতো আচরণ।
- বড় গাছে নৌকা বাঁধা = নির্ভাবনার আশায় বড়লোকের আশ্রয়ে থাকা।
- বড়র পিরিতি বালির বাঁধ = বড়লোকের প্রেম-ভালোবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।
- বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া = হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ।
- বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা = শত্রুর ঘরে গোপন আস্তানা।
- বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায় = যোগ্য শাসনে বাদী-বিবাদী উভয়ে ভীত।
- বাড়া ভাতে ছাই দেয়া = নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করা।
- বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো = জড়কড়ির ঢিলেঢালা ফল।
- বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা = শত্রু বা প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে নাজেহাল হতেই হয়।
- বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর = তদারকি না থাকলে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা।
- বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর = ক্ষমতাহীনের অসার আস্ফালন।

ভ

- ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না = পেশা ও কাজের উপযোগী বেশভূষা দরকার হয়।
- ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা = নির্বুদ্ধিতায় শত্রুদের সজাগ করা।
- ভস্মে ঘি ঢালা = নিরর্থক অপব্যয় বা অপাত্রে দান।
- ভাগের মা গঙ্গা পায় না = একজনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে না হয়ে অনেকের দায়িত্বে হলে কাজ পণ্ড হয়।
- ভূতের মুখে রাম নাম = অসম্ভব ব্যাপার।

ম

- মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া = বড় ধরনের ত্রুটি।
- মাথা নেই তার মাথা ব্যথা = অহেতুক দুর্ভাবনা পোহানো।
- মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা = ব্যথিতকে আরও বেদনা দেয়া।
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন = প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন।
- মশা মারতে কামান দাগা = তুচ্ছ কাজে খামাখা বাড়তি আয়োজন।
- মাছের তেলে মাছ ভাজা = কাজের লাভ থেকে কাজের খরচ পুষিয়ে নেয়া।
- মাছের মার পুত্রশোক = আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক।

য

- যখন যেমন তখন তেমন = সবরকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা।
- যত দোষ নন্দ ঘোষ = অন্যদের সব অপরাধের দায় একজনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা।
- যেমন কর্ম তেমন ফল = অপরকে জব্দ করতে চাইলে নিজেই জব্দ হতে হয়।
- যেমন দান তেমন দক্ষিণা = অর্থ অনুযায়ী কাজ বা জিনিস।
- যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল = দুষ্টের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।
- যথা ধর্ম তথা জয় = ন্যায়ের পথেই সাফল্য আসে।
- যেমন কুকুর তেমন মুগুর = দুষ্টের যথার্থ শাস্তি।
- যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ = শেষ মুমূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা।
- যত গর্জে তত বর্ষে না = মুখে যত, কাজে তত নয়।
- যারে দেখতে নারি, তার চলণ বাঁকা = অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান।
- যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ = কোনো পদবৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ।

র

- রথ দেখা আর কলা বেচা = এক উদ্যোগে দুই উদ্দেশ্য পূরণ।
- রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় = ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝে থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়।

ল

- লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন = অন্যের ভরসায় বেশুমার খরচ।
- লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় = ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হওয়া।
- লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু = অতিরিক্ত লোভ সর্বনাশ ডেকে আনে।

শ

- শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে = বয়স্ক লোকের ছেলেমানুষি।
- শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন = সব কাজে পটু।
- শ্যাম রাখি না কুল রাখি = দোটানায় পড়া।

স

- সাপের হাঁচি বেদে চেনে = অভিজ্ঞ লোক প্রকৃত লক্ষণ বুঝতে পারে।
- সস্তার তিন অবস্থা = সস্তা জিনিসের পেছনে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয় বেশি।
- সোনার কাঠি রূপার কাঠি = মরা-বাঁচার উপায়।
- সব শেয়ালের এক রা = একজনের মতের সাথে সকলের অভিন্ন মত পোষণ।
- সাতেও নেই পাঁচেও নেই = ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা।
- সাপের পাঁচ পা দেখা = অহঙ্কারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।

হ

- হাত দিয়ে হাতি ঠেলা = অসম্ভবকে সম্ভব করার বৃথা চেষ্টা।
- হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা = বুদ্ধিদোষে সৌভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করা।
- হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী = মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা।
- হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল = অক্ষমের অনর্থক আস্ফালন।
- হিসাবের গরু বাঘে খায় না = হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখলে পস্তাতে হয় না।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়

প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের পর্যায়ে অনুসারে প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যদি যথাযথ কাজের মধ্যে সার্থক করে তোলা যায় তাহলেই জীবনে আসে সার্থকতা। সময়কে কাজের মধ্যে বেঁধে রাখা এবং সঠিক কাজকে সঠিক সময়ের হাতে সমর্পণ করাই সফলতার পূর্বশর্ত। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা উচিত। আজকের কাজ আগামীর জন্য ফেলে না রাখাই উত্তম, কেননা আজকের কাজটা আগামী দিন সহজসাধ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের কাজ সময়ে না করে ফেলে রাখলে পরে ঐ কাজ করেও কোনো ফল হয় না। জীবনকে সার্থক করে তুলতে চাই সময়ানুবর্তিতা, অর্থাৎ সঠিক সময়ে কাজটি করার মাধ্যমে সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই

মানুষ নিজের সাধনা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা দিয়ে প্রমাণ করেছে তার উপর আর কেউ নেই। মানুষ যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন এটা সত্য যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের জীববৃত্তি ছাড়াও রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। নিজের সাধনার মাধ্যমেই সর্বত্র একক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তাবলে, বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এই সভ্যতা। মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য জীবদেরও সেবা করে, ভালোবাসে। প্রেম, দয়া, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি ধারণাগুলো সৃষ্টি করেছে মানুষ।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

লোভ মানব চরিত্রের এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোভ মানুষকে কুপথে ধাবিত করে আর এ জন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলে পাপীকে ভোগ করতে হয় চরম পরিণতি। লোভ আর স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে হত্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করেছে। যে অন্যায় অসত্য পথে ধাবিত হয় সে অকালমৃত্যুতে পতিত হয়।

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে

সংসর্গের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারি লোহাকে যদি হালকা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে গেঁথে দেয়া হয় তবে সঙ্গগুণে সে লোহাও ভাসতে থাকে। মানুষের মধ্যেও এ সাহচার্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর। সঙ্গদোষে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুসংসর্গে চললে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র খারাপ না হয়ে পারে না। এ জগতে যত লোকের অধঃপতন হয়েছে, অসৎ সংসর্গই এর কারণ। মানুষ সতর্ক থাকলেও সুসংসর্গে পড়ে নিজের অজান্তে পাপের পথে পরিচালিত হয়। এজন্যই বলা হয়– 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

সৎ কাজ বা পূণ্যকর্ম যত গোপনই করা হোক না কেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। তদ্রূপ, পাপকর্ম অতি গোপনীয়ভাবে করা হলেও আপনা আপনি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। স্বার্থপরেরা ধর্মকে চাপা দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। কিন্তু সত্যকে চাপা দিয়ে কোনো অসত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কপটাচারীর মুখোশ একদিন খসে পড়বেই। যা ন্যায় এবং সত্য তা অন্যায় বা অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তা মিথ্যার জাল ছিন্ন করে প্রকাশ পাবেই।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

সত্যিকার কোনো আদর্শ বিনা আয়াসে বাস্তবায়ন করা যায় না। আদর্শকে প্রয়োগ করতে গিয়ে, দর্শনকে মানুষের মাঝে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আদর্শবান ব্যক্তিকে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া সহজে কেউ তার আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই পৃথিবীকে যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে চাইত তারাই সবসময় মহাপুরুষদের আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। তাই দেখা যায়, তাদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। 'মন্ত্র' অর্থাৎ আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হলে 'শরীর পাতন' অর্থাৎ মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে হয়।

যেমন কর্ম তেমন ফল

মানব জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে কৃতকর্মের ওপর। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে– এটাই নিয়ম। ভালো কাজের জন্য যেমন আছে পুরস্কার, তেমনই মন্দ কাজের জন্য আছে তিরস্কার বা শাস্তি। পৃথিবীতে যেসব মানুষকে ভালো কাজ করতে দেখা গেছে তারাই পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। আর যারা মন্দকাজ করেছেন মানুষ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা মৃত্যুর সাথে সাথে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল লাভ করবে– এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

সবুরে মেওয়া ফলে

জীবনে সফলতা আনার অন্যতম প্রধান উপায় হলো ধর্ম। অতি অল্প সময়ে কোনোকিছুতে সফলতা আশা করা ঠিক নয়। সবুরের মধ্যে নিহিত রয়েছে যথার্থ বিজয় ও উত্তম ফলাফল। যার জীবনে যে যত ধৈর্য করতে পেরেছে, তার জীবনে বিজয় ও সফলতার মাত্রা তত বেশি। পৃথিবীর যে কোনো সফলতা ও বিজয়ের পেছনে ছিল অগাধ বিশ্বাস ও ধৈর্য। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ব্যাপারে সফলতার নেপথ্যে মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে ধৈর্য।

যতনে রতন মেলে

পরিশ্রম না করলে ভালো ফলাফল লাভ করা যায় না। সাফল্য আর শ্রম এবং এর পরিচর্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা যতন করতে জানে অমূল্য রত্ন তাদেরই হাতে ধরা দেয়। কৃষক মাঠে ফসল রোপণ করে, যত্ন না নিলে তাতে আগাছা জন্মে; ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যে সরকার যত্নসহকারে সুন্দরভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়, সে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। সে মানুষ আত্মার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করে না, তার আত্মা কলুষিত হয়। চর্চা না করলে, যত্ন না করলে কোনোকিছুরই উন্নতি হয় না। আত্মোন্নয়ন, সমাজোন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন, জাতির উন্নয়ন সর্বোপরি পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়নের পেছনে চাই যত্ন।

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

নগর অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হলে মন্দির, মসজিদ, দেবগৃহ কিছুই রেহাই পায় না। তেমনি রাজ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণ মানুষও তা থেকে নিস্তার পায় না। নগর, রাষ্ট্র, রাজ্য, রাজা, মন্দির, মসজিদ সবগুলোই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত; তাই একটির অবনতি হলে অন্যটিরও অবনতি হয়। কোনো রাষ্ট্র যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রের অধীশ্বর যদি পরাজিত হয়, তবে সাধারণ নাগরিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় নিয়ে তাদেরকে যুগ যুগ নির্যাতিত হতে হয়। মনিব বা রক্ষাকর্তারই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে রক্ষিতের থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে– এ কথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃ পুনঃ বলতে থাকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতটুকু আছে। নিজের মধ্যে যা নেই, অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না

ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সাফল্য অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা অত্যাবশ্যক। সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সংকল্প হয়ে অনন্যমনে কঠিন পরিশ্রম করলেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। কেষ্টকে অর্থাৎ জীবনে পরম সাফল্য লাভ করতে হলে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। একজন শিক্ষার্থীকে চরম সাফল্য লাভ করতে হলে তাকে হতে হবে অধ্যবসায়ী, নতুবা সে সফলকাম হবে না। জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়।

দশের লাঠি একের বোঝা

দশজনে মিলেমিশে কাজ করার আনন্দ ও শক্তি দু-ই আলাদা। যে কাজটি একা করতে লজ্জা বা ভয় পাই, সেটি যদি কয়েকজন মিলেমিশে করি, তবে আর যেখানে কোনো লাজ-লজ্জা, ভয়-ডর থাকে না। কারণ সেখানে হারলে সবাই হারবে– জিতলে সবাই জিতবে। তাছাড়া একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি শক্তিও বেশি পাওয়া যায়। ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বৃহৎ কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায় না। সম্মিলিত প্রচেষ্টা সাধারণত সর্বত্রই বিজয়ী হয়।

আপ ভালো তো জগৎ ভালো

মানুষ হারতে পছন্দ করে না। মিথ্যা দিয়ে হলেও সে তার মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর একারণেই মানুষ একজন অপরজনের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্ব থেকেই তৈরি হয় বিবাদ। অথচ মানুষ যদি নিজেই নিজের ভুলকে শুধরে নেয়, তাহলে দ্বন্দ্ব ও বিবাদগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। বস্তুত একারণেই বলা হয় 'আপন ভালো তো জগৎ ভালো'।

কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ

সুদিন এবং দুর্দিন সবার জীবনে একই সময়ে আসে না। পৌষমাসের শীত ধনীদের ও বিলাসীদের জন্য সুদিন, আর অতি দরিদ্র বস্ত্রহীনদের জন্য দুর্দিন নিয়ে আসে। কোনো উপলক্ষ কিংবা ঘটনা কারো জীবনকে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। আবার কারো কারো দুচোখ ভেসে যায় অশ্রুর বন্যায়। যেমন– বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি মজুতদারদের জন্য সুদিনের বারতা নিয়ে আসে। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ ভোগান্তির শিকার হন– এ যেন কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ।

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

ভালো-মন্দ দু'ধরনের মানুষই এই সমাজ-সংসারে আছে। যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী, তার সঙ্গ ও সংস্পর্শ অন্যকেও সৎ করে তোলে। তার সঙ্গ স্বর্গবাসের মতোই নিরাপদ। পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ সবসময়ই উৎকণ্ঠার। তার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসৎ সঙ্গ কেবল সর্বনাশেরই হাতছানি দেয়। তাই বলা হয় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

বিপদ কখনো একা আসে না। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন যেন চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। ঘরে-বাইরে সঙ্কট দেখা দেয়। আর্থিক সংকট শুরু হলে অন্য পাওনাদারগণও পাওনা টাকার জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। এ সময় অন্য খরচগুলো খুব বেড়ে যায়, অথচ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ উভয় সঙ্কট অবস্থায়ই যেন 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ'।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

সমাজে বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিচিত্র চরিত্রগুলোর মধ্যে চরিত্রগত ঐক্যের ভিত্তিতেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেজন্য কবি-চরিত্রের বন্ধু কবিই হন; গায়কের সাথে বেশির ভাগ গায়কেরই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং ভালো মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ভালো মানুষের সাথে। পক্ষান্তরে, মন্দ লোকের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মন্দ লোকের সাথে। সেজন্যই বলা হয় 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো

যার কিছুই নেই তিনি নিঃস্ব। কিন্তু যার কিছু না কিছু আছে তিনি নিঃস্ব না হলেও তার অভাববোধ তো আছে। যে ব্যক্তির কোনো মামা নেই, তার মামা যদি অন্ধ হন তবুও ভালো। অর্থাৎ কোনো কিছু একেবারেই না থাকার চেয়ে অল্প কিছুও যদি থাকে, তবে এটাই তার জন্য সান্ত্বনা। যার কাছে যা আছে, তা নিয়ে তুষ্ট থাকাও একটি মহৎ গুণ। সুতরাং, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। এই ভাবনা মানুষকে মানসিক প্রশান্তি জোগায়।

চকচক করলেই সোনা হয় না

বাইরের চাকচিক্য দেখে কোনো ব্যক্তি কিংবা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ঠিক নয়। কারণ, ব্যক্তি কিংবা বস্তুর বাইরের দিকটা খোলসমাত্র। বাইরের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হওয়া যায় ঠিক, কিন্তু তাতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সোনা বাইরের দিক থেকে যতই দৃষ্টিনন্দন হোক না কেন, তা খাঁটি কি-না কষ্টিপাথরে যেমন যাচাই করে নিতে হয়, তেমনি ব্যক্তি কিংবা বস্তুর বাইরের চাকচিক্যের সাথে ভেতরের সৌন্দর্যকেও যাচাই করতে হবে। কারণ, চকচক করলেই সোনা হয় না।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি জ্ঞান অর্জন করেন নিবিড়ভাবে; তিনি ততটুকুই করেন, যতটুকু তাঁর জ্ঞান দ্বারা চালিত। পক্ষান্তরে, অল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক; কারণ তার জ্ঞানস্বল্পতা তাকে পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে না। তার জ্ঞান অর্জন লোক দেখানো একটি ব্যাপার– নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করার জন্য অল্প জানা ব্যক্তি সমাজে বড় বড় কথা বলেন। তার সিদ্ধান্তগুলো কখনো-কখনো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আর এ কারণেই অল্পবিদ্যার পরিণতি হয় মারাত্মক।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

আমরা পেতে চাই অনেক বেশি। কিন্তু কাজ করি সে তুলনায় খুবই সামান্য। চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়ার পূর্বেই ফল ভোগের আয়োজন করি। এ যেন গাছে ঝুলে থাকা কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল মাখার মতো। ভালো ফল পেতে হলে, ভোগ করতে হলে প্রয়োজন ভালো প্রস্তুতির। পাওয়ার পূর্বেই ভোগের আস্ফালন হাস্যকর ও বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধবদের আচার-আচরণ দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। সঙ্গী নির্বাচনে সচেতন থাকা জরুরী, কারণ সঙ্গীর খারাপ অভ্যাসগুলো দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। অসৎ মানুষের সাথে যদি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তার কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যিনি স্বভাবে নিম্নরুচির, তিনি শিক্ষিত ও আকর্ষণীয় হলেও তাকে পরিহার করা উচিত। নিম্নরুচি ও বদ সঙ্গীলোকের চেয়ে একাকী থাকা উত্তম।

ঝড়ে বক মারে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে

সমাজে একশ্রেণির ধূর্ত লোক আছে যারা সবসময় কাজ না করেও নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়। এরা মূলত সুবিধাভোগী চক্র। এরা সমাজে সংঘটিত কোনো ঘটনার পেছনে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে। মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগে এরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে এরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। মূলত সুবিধাভোগী মানুষগুলো এভাবেই সমাজে টিকে থাকে।

ওস্তাদের মার শেষ রাতে

কাজে আনাড়ী ব্যক্তি দীর্ঘসময় কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত খুব কমই সফল হন। কারণ, তার জীবনাভিজ্ঞতার সঞ্চয় সীমিত। তাই তিনি যখন কাজ করেন তখন একজন অভিজ্ঞ ওস্তাদের শিষ্য হওয়া জরুরি। ওস্তাদ কিংবা গুরু যদিও আজ জীবনসায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পর্যন্ত তাঁকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত কর্মপন্থার কারণে নবীনরা প্রবীণের কাছে পরাজিত হয়। যথার্থ ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত সফল হন।

এক মাঘে শীত যায় না

সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে প্রকৃতির নিয়মেই। পরিবর্তনের এই নিয়মের সাথে মানবজীবনের সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষের জীবন দুঃখ-সুখের সম্মিলন। পালাক্রমে দুঃখের পরে সুখ আছে। আবার, সুখের পরে আসে দুঃখ। তবুও তুলনামূলকভাবে মানুষের জীবনে দুঃখের পাল্লাটিই যেন ভারী। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত যেমনি বছর-বছর ঘুরে আসে, তেমনি বিপদও ফুরিয়ে যায় না। ফিরে-ফিরে আসে মানুষের জীবনে।

মরা হাতি লাখ টাকা

গুণী মানুষ সর্বদাই স্মরণীয়। তাঁরা তাদের কর্মের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কাছে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। জীবদ্দশায় তাঁরা যেমন দামী ও বরণীয়, মৃত্যুর পরও তাঁদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা কমে না। প্রাণীকূলে হাতি জীবিতাবস্থায় অনেক বেশি মূল্যবান; মৃত্যুর পরও মৃত হাতির চামড়া, হাড়ও সেইভাবে মূল্যবান। মূলত প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

নির্দিষ্ট অসুখ সারানোর জন্য যেমন নির্দিষ্ট-ওষুধ প্রয়োজন। ঠিক তেমনি যার যেমন স্বভাব, তাকে তেমনভাবেই শায়েস্তা করতে হবে। সাধারণভাবে যে কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত প্রতিবিধান থাকা জরুরি। কুকুর পাগলা হলে তাকে মেরে ফেলতে হয়, নইলে তার কামড়ে মানুষের মাঝে জলাতঙ্গ রোগ ছড়িয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে মন্দ স্বভাবের মানুষকে শায়েস্তা করার জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। নইলে সমাজে অসাম্য ও অনাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

তেলা মাথায় তেল দেয়া

তোষামোদী স্বভাব বা চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'তোষামোদের ভাষা' নামে একপ্রকার ভাষারও উদ্ভব ঘটেছে। মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোষামোদের ভাষাকে বেছে নেয়। সাধারণত সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত, সমাজে যাদের অর্থ-বিত্তের অভাব নেই সবাই গিয়ে তার গুণকীর্তন করে। এর মাধ্যমে গুণকীর্তনকারীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা নিহিত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বাবস্থায় বিত্তবানদের প্রশ্রয় দেয়, আমাদের সমাজে এমন চরিত্রের লোক খুব সহজেই চোখে পড়ে।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট

কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হলে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। আবার সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি সঠিক নেতৃত্ব। কোনো মহৎ অনুষ্ঠানে একাধিক নেতৃত্বের উপস্থিতি কিংবা একাধিক নেতৃত্বের কারণে পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কারণ নেতৃস্থানীয়রা সংখ্যায় অধিক হলে তাদের মধ্যে মতভেদও থাকবে। আর এই মতভেদ থাকার কারণেই অনুষ্ঠানটি ব্যর্থ হবে। তাই তো বলা হয় 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।

মায়ের কাছে মামার বাড়ি গল্প

যিনি অভিজ্ঞ তিনি নিজেকে সর্বত্র প্রকাশ করেন না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অতিমাত্রায় বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করেন। যিনি কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ, তার কাছে উক্ত বিষয়ে কেউ যদি এসে গল্প করেন, তবে তা অপ্রয়োজনীয় ও বাচালতা মনে হয়। ফলে অনেক সময় ঘটনাটি 'মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্পের' মতো শোনায়। মা তার বাপের বাড়ি সম্পর্কে বেশি জেনে থাকবেন– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মায়ের কাছেই যদি তার ছেলে মামার বাড়ির গল্প শোনায়, তবে তা প্রগলভতাই মনে হবে।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

৩৮তম BCS প্রশ্ন

নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
২. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ কবি ছিলেন।
৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।
৫. ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।

৩৭তম BCS প্রশ্ন

নির্দেশ অনুসারে বাক্য রূপান্তর করুন:

০১) যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল)	ভিক্ষুককে দান কর।
০২) ভালোবাসার দানে কোনো অপমান নেই। (অস্তিবাচক)	ভালোবাসার দানে সম্মান রয়েছে।
০৩) যেহেতু গাড়ি আসে নাই, সেহেতু আমরা বিশ্রাম নিতে পারি। (যৌগিক)	গাড়ি আসে নাই, তাই আমরা বিশ্রাম নিতে পারি।
০৪ আজ চাঁদ উঠেছে। (নেতিবাচক)	আজ চাঁদ ঢাকা পড়েনি।
০৫) বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য ইংল্যান্ড দলকে অল-আউট করা। (জটিল)	যা বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য, তা হলো ইংল্যান্ড দলকে অল-আউট করা।
০৬) জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে জন্মেছেন। (প্রশ্নবোধক)	জীবনানন্দ দাশ কি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেননি?।

৩৬তম BCS প্রশ্ন

০১) ফের যদি আসি তবে সিঁধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব। (সরল)	ফের আসিলে সিঁধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব।
০২) তাকে নির্দয় মনে হয় না। (অস্তিবাচক)	তাকে সদয় মনে হয়।
০৩) অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। (জটিল)	যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
০৪) জামিল বাড়িতে আছে। (নেতিবাচক)	জামিল বাড়ির বাহিরে যায় নি ।
০৫) যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে গর্বিত। (যৌগিক)	তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে গর্বিত।
০৬) বিদ্যাসাগার বাংলা গদ্যের জনক। (প্রশ্নবোধক)	বিদ্যাসাগার কি বাংলা গদ্যের জনক নন?

৩৫তম BCS প্রশ্ন

০১) যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। (সরল)	কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে।
০২) সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনো। (জটিল)	যদিও সন্ধ্যা হয়ে এলো, তথাপি ট্রেনের খোঁজ নেই ।
০৩) পনের মিনিট পর তিনি এলেন। (যৌগিক)	তিনি এলেন, তবে পনের মিনিট পরে ।
০৪) পুকুরপাড়ে এখন কেউ নেই। (অস্তিবাচক)	পুকুরপাড় এখন নির্জন।
০৫) কোথাও কি তিনি আছেন? (নেতিবাচক)	কোথাও তিনি নেই।
০৬) গোলাপটি অত্যন্ত সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	গোলাপটি কী সুন্দর!

৩৩তম BCS প্রশ্ন

০১) শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিলেন এবং বিদায় করলেন। (সরল বাক্য)	শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।
০২) যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)	বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।
০৩) বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরণীয়। (জটিল বাক্য)	যার বিদ্যা আছে তিনি সর্বত্র আদরণীয়।
০৪) সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক। (যৌগিক বাক্য)	সে খুব কৃপণ এবং চালাক।
০৫) সে এমএ পাস করেছে বটে কিন্তু জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। (জটিল বাক্য)	যদিও সে এমএ পাস করেছে, তথাপি সে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি।
০৬) যখন বৃষ্টি থামলো, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম। (যৌগিক বাক্য)	বৃষ্টি থামলো এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।

৩২তম BCS প্রশ্ন

০১) ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল বাক্য)	যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
০২) মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে। (যৌগিক বাক্য)	তুমি মিথ্যা বলেছো, তাই তোমার পাপ হবে।
০৩) যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল বাক্য)	পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
০৪) সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। (প্রশ্নাত্মক বাক্য)	কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?
০৫) আরও কথা আছে। (নেতিবাচক বাক্য)	এটিই শেষ কথা নয়।
০৬) তাঁর আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)	তাঁর আদর্শ অবিস্মরণীয়।

৩১তম BCS প্রশ্ন

০১) আগে পরীক্ষা দাও, পরে চিন্তা করো। (সরল বাক্য)	পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা করো।
০২) এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না। (যৌগিক বাক্য)	এখনই যাও, নতুবা তার দেখা পাবে না।
০৩) পিতা তো আছেন, তবু পুত্রকে খোঁজ কেন? (জটিল বাক্য)	পিতা যখন আছেন, তখন পুত্রকে খোঁজ কেন?
০৪) যদি পানিতে না নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)	পানিতে নাম, নচেৎ সাঁতার শিখতে পারবে না।
০৫) যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি। (সরল বাক্য)	কথা রাখলে, আপনাকে বলতে পারি।
০৬) সে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করেছে। (জটিল বাক্য)	তার পিতা যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।

৩০তম BCS প্রশ্ন

০১) না গেলে দেখতে পাবে না। (যৌগিক বাক্য)	যাও, নতুবা দেখতে পাবে না।
০২) আপনি যদি চান তবে আমি আগামীকাল আসতে পারি। (সরল বাক্য)	আপনি চাইলে আমি আগামীকাল আসতে পারি।
০৩) সৎপথে চল, দেখবে জীবনে উন্নতি হবে। (সরল বাক্য)	সৎপথে চললে জীবনে উন্নতি হবে।
০৪) তিনি আর এ পথ মাড়ান না। (জটিল বাক্য)	তিনি যখন কোথাও যান তখন এ পথ তিনি মাড়ান না।
০৫) যদি বারণ কর তবে গান গাব না। (সরল বাক্য)	বারণ করলে গান গাব না।
০৬) সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। (না-বাচক বাক্য)	সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় না।

২৯তম BCS প্রশ্ন

০১) যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। (যৌগিক বাক্য)	সে নিরপরাধ হয় এবং সে মুক্তি পাবে।
০২) পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অসম্ভব কিছু নেই। (সরল বাক্য)	পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
০৩) তারা একটি জীর্ণ কুটিরে বাস করে। (জটিল বাক্য)	তারা যে কুটিরে বাস করে, সেটি জীর্ণ ।
০৪) জ্ঞানীদের পথ অনুসরণ কর, দেশের কল্যাণ হবে। (সরল বাক্য)	জ্ঞানীদের পথ অনুসরণে দেশের কল্যাণ হবে।
০৫) তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন? (যৌগিক বাক্য)	তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?
০৬) তোমকে দেয়ার মতো আমার কিছুই নেই। (জটিল বাক্য)	আমার এমন কিছু নেই যে, যা তোমাকে দেব।

২৮তম BCS প্রশ্ন

০১) আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। (হ্যাঁ বাচক)	আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব।

০২) আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। (না বাচক)	আমি পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিনি।
০৩) তিনি অফিসে গিয়ে কাজ করছেন। (সরল বাক্য)	তিনি অফিসে কাজ করছেন।
০৪) সে এলো; কথা বললো; চলে গেল। (জটিল বাক্য)	সে এসে কথা বললো তারপর চলে গেল।
০৫) সে 'কি' নিয়ে তর্ক করছে। (প্রশ্ন বাক্য)	সে কি 'কি' নিয়ে তর্ক করছে?
০৬) আমি প্রশ্ন করিনি। (উত্তর বাক্য)	আমি নীরব ছিলাম।

২৭তম BCS প্রশ্ন

০১) চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।(জটিল বাক্য)	যে চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম।
০২) যে মিথ্যা কথা বলে, তাকে কেউ পছন্দ করে না। (সরল বাক্য)	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
০৩) তার প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও সে সুখী নয়। (যৌগিক বাক্য)	তার প্রচুর ধনসম্পদ আছে কিন্তু সে সুখী নয়।
০৪) মন দিয়ে লেখাপড়া কর, ভবিষ্যতে সুখী হবে। (জটিল বাক্য)	যদি মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তবে ভবিষ্যতে সুখী হবে।
০৫) যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে অত্যন্ত গর্বিত। (যৌগিক বাক্য)	তার ধনসম্পদ আছে তাই সে অত্যন্ত গর্বিত।

আলোচ্য বিষয়

বাক্য গঠন

১। বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ বা বৈশিষ্ট থাকে? আলোচনা করুন।
২। অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
৩। গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাক্য রূপান্তর

০১. লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)
০২. সে মরবে তবুও একথা বলবে না। (জটিল বাক্য)
০৩. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)
০৪. পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন? (যৌগিক)
০৫. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয় (জটিল)
০৬. বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক)
০৭. মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)
০৮. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখ আসে। (যৌগিক)
০৯. পরিশ্রমী লোকই সাফল্য লাভ করে। (জটিল)
১০. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)
১১. যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)
১২. এত সাধনা করলাম কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল বাক্য)
১৩. সৎব্যক্তি বলে সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে (যৌগিক)
১৪. ধনের ধর্মই অসাম্য (যৌগিক)
১৫. ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী। (সরল বাক্য)
১৬. যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল বাক্য)
১৭. ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক)
১৮. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)
১৯. যদি পাস করতে চাও, তাহলে পড়। (সরল)
২০. যা বার্ধক্য তা সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)
২১. ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়বোধক)
২২. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক বাক্য)
২৩. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
২৪. আমি তোমাকে কিছুই দেব না। (অস্তিবাচক)
২৫. আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)
২৬. তোর নাম কি? (অনুজ্ঞাসূচক)
২৭. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)
২৮. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না। (মিশ্র বাক্য)
২৯. যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করে, তারা অত্যন্ত বলবান হয়। (সরল)
৩০. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সরল বাক্য)

STUDENT STUDY বাক্য গঠন

কতগুলো অর্থবোধক শব্দ একত্র হয়ে যখন মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়: প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন: মিতু বই পড়ে-এ বাক্যে 'মিতু' উদ্দেশ্য ও 'বই পড়ে' বিধেয়।

ভাষার বিচারে একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। **যেমন:- ১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি ৩. যোগ্যতা।**

১. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছ তাই আকাঙ্ক্ষা।
যেমন:- আকাশে পাখি----- এ টুকু বললে সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। যেমন বলতে হয় আকাশে পাখি ওড়ে। তবেই বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায়।

২. **আসত্তি :** আসত্তির অপর নাম নৈকট্য। মনোভাব প্রকাশ করার জন্য বাক্যের পদগুলো পরপর সাজানোর প্রক্রিয়া অর্থাৎ বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। **যেমন:** করেছে এ ভাই রহিমের কাজ। এ বাক্যে পদগুলো সঠিক ভাব সাজানো হয়নি বলে বাক্যটি আসত্তি হারিয়েছে। বাক্যটি যথাযথভাবে সাজালে এমন হয়- রহিমের ভাই এ কাজ করেছে।

৩. **যোগ্যতা :** বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন আকাশে গরু ওড়ে। এ বাক্যটি যোগ্যতা হারিয়েছে। আসলে বাক্যটি হবে- আকাশে পাখি ওড়ে।

বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে ছয়টি বিষয় জড়িত :

ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা খ) দুর্বোধ্যতা গ) উপমার ভুল প্রয়োগ ঘ) বাহুল্য দোষ ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন চ) গুরুচণ্ডালী দোষ।

➘ বাক্যের প্রকারভেদ :

অর্থ অনুযায়ী বাক্য পাঁচ প্রকার।

১. বিবৃতিমূলক বাক্য : যে বাক্যে কোন ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে, তাকে বিবৃতিমূলক বা বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যেমন : সুস্মিতা কলেজে যায়।

বিবৃতিমূলক বাক্য আবার দু'প্রকার: ক) অস্তিবাচক ও খ) নেতিবাচক।

২. প্রশ্নসূচক বাক্য : কোন ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন: এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য: যে বাক্যের সাহায্যে কোন কিছুর আদেশ ,উপদেশ,নিষেধ, নির্দেশ বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন: কাজটি কর।

৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য: যে বাক্যের সাহায্যে আশীর্বাদ, প্রার্থনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন: তোমার মঙ্গল হোক।

৫. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য: যে বাক্যে আনন্দ, বিরক্তি, ভয়, দুঃখ, ধিক্কার ইত্যাদি মনের আবেগ বোঝায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন: বাহ্ কী চমৎকার দৃশ্য!

এ ছাড়া অর্থানুসারে বাক্যকে কার্যকারণাত্মক ও সংশয়সূচক বাক্যেও ভাগ করা যায়। যেমন: কার্যকারণাত্মক বাক্য: কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

সংশয়সূচক বাক্য: সম্ভবত আগামী মাসে পরীক্ষার ফল বেরোবে।

গঠনগত প্রকারভেদ : গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা **১. সরল বাক্য ২. মিশ্র বা জটিলবাক্য ৩. যৌগিক বাক্য**

১. **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। উদাহরণ: **শিশুটি কাঁদছে।**

২. **মিশ্র বা জটিল বাক্য:** যে বাক্য একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। **উদাহরণ:** যদি তুমি আস, তবে আমি যাব।

<u>আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার</u> :

ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য: মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়াছে। তিনি বাড়ি আছেন কিনা, আমি জানি না।

খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য: খাঁটি সোনার চাইতে খাটি, আমার দেশের মাটি। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'

গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য: যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে। তুমি আসবে বলে, আমি অপেক্ষা করছি।

৩. যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। **উদাহরণ:** সে গরীব কিন্তু সৎ।

বাক্য রূপান্তর

সরল থেকে জটিল বাক্য

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা:

সরল বাক্য : ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

জটিল বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।	যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য।
চুল পাকলেও তার বুদ্ধি পাকে নি।	যদিও তার চুল পেকেছে, তবুও তার বুদ্ধি পাকে নি।
বিকেল পাঁচটায় কুমিল্লা পৌছলাম।	বিকেল যখন পাঁচটা, তখন কুমিল্লা পৌছলাম।
ধার্মিকেরা সুখী।	যাঁরা ধার্মিক, তাঁরা সুখী।
কলম থাকলে লেখা যেত।	যদি কলম থাকত, তাহলে লেখা যেত।
ভিক্ষককে দান কর।	যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর / যে ভিক্ষুক, তাকে দান কর।
গুণবান ব্যক্তি বিনয়ী হন	যিনি গুণবান, তিনি বিনয়ী হন।
সে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করেছে।	তার পিতা যে ঋণ করেছিলেন, তা সে পরিশোধ করেছে।
পরিশ্রমী লোক সাফল্য লাভ করে।	যে লোক পরিশ্রমী, সে সাফল্য লাভ করে।

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
পরোপকারীকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
মেঘ করলে বৃষ্টি হয়।	যখন মেঘ করে, তখন বৃষ্টি হয়।
দরিদ্র হলেও তিনি সুখী।	যদিও তিনি দরিদ্র, তবুও তিনি সুখী।
তিনি দরিদ্র হলেও অসাধু নন।	যদিও তিনি দরিদ্র, তবুও তিনি অসাধু নন।
সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।	যদি তুমি সাবধান না হও, তাহলে বিপদে পড়বে।
আমি এ সাক্ষী চাই না।	যে সাক্ষী এরকম, তাকে আমি চাই না।
কর্মরত ব্যক্তিকে বিরক্ত করো না।	যে ব্যক্তি কর্মরত আছে, তাকে বিরক্ত করো না।
মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।	যেহেতু তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, সেহেতু তোমার পাপ হবে।
ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।	যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	যেহেতু আমি বহু কষ্ট করেছি, সেহেতু শিক্ষা লাভ করেছি।
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।	যেহেতু সত্য কথা বলিনি, সেহেতু বিপদে পড়েছি।
আমার হারানো কলমটি ফিরে পেয়েছি।	আমার যে কলমটি হারিয়েছিল, সেটি ফিরে পেয়েছি।
নির্বোধেরাই শুধু এ কাজ করে।	যারা নির্বোধ তারাই শুধু এ কাজ করে।
তার কাছে সকলেই প্রার্থিত বস্তু পেত।	তার কাছে যেই যা প্রার্থনা করত, সে তা পেত।

জটিল থেকে সরল বাক্য

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে জটিল বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা:

জটিল বাক্য: যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

সরল বাক্য: বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।	বিদ্বান সর্বত্র আদরণীয়।
আমরা আনন্দিত হয়েছি এই কারণে যে, তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন।	তাঁর উচ্চ শিক্ষা লাভে আমরা আনন্দিত হয়েছি।
যদিও তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।	তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।
শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।	শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।
তোমার যিনি বাপ তার নাম কী?	তোমার বাপের নাম কী?
তার ভাই যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।	সে তার ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করেছে।
যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তাঁর বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই।	বিদ্বান হলেও তাঁর বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই।
যে সৎ লোক, সে কখনোই মিথ্যার সঙ্গে আপস করে না।	সৎ লোক কখনোই মিথ্যার সঙ্গে আপস করে না।
যখন সে সুসংবাদটা পেল, তখন সে আনন্দিত হলো।	সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।
ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা।	ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো আমার পদ্মা।
যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে।	দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
তাদের যে দৃষ্টি, তাতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।	তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।
যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।	রক্ষকই ভক্ষক।
যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।	ভিক্ষুককে দান কর।
যারা পরিশ্রম করে, তারাই জীবনে সাফল্য লাভ করে।	পরিশ্রমী ব্যক্তিরাই জীবনে সাফল্য লাভ করে।
যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।	ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা।
যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।	আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।
আমার এমন কিছু নেই যা তোমাকে দিতে পারি।	তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই।
অনেকেরই জীবনে প্রথমে দুঃখ আসে, পরে সুখ আসে।	অনেকেরই জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে।
যদিও সে দরিদ্র, তবু সে সত্যবাদী।	দরিদ্র হলেও সে সত্যবাদী।
যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী।	জ্ঞানীই সত্যিকার ধনী।

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
ঈদের যখন ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।	ঈদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব।
যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।	অন্ধকে আলো দাও।
পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা অসম্ভব।	পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সরল থেকে যৌগিক বাক্য

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যথা:

সরল বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে।	গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারপর সাগরে পড়েছে।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন।	তিনি জ্ঞানী ছিলেন, সে জন্যই তিনি বিনয়ী ছিলেন।
সে অনেক চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে।	সে অনেক চেষ্টা করেছে, তাই সাফল্য লাভ করেছে।
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।	সূর্য উদিত হয়, তবেই অন্ধকার দূর হয়।
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ।	সত্য কথা বলনি, তাই বিপদে পড়েছ।
তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।	সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাবে।
তিনি ধনী হলেও দাতা নন।	তিনি ধনী, কিন্তু দাতা নন।
তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন।	তিনি ছিলেন ধনী, অথচ সুখী।
সৎ ব্যক্তি বলে সকলে তাকে সম্মান করে।	লোকটি সৎ, তাই সকলে তাকে সম্মান করে।
তার ভালো ফলাফলে আমরা আনন্দিত হয়েছি।	সে ভালো ফলাফল করেছে, তাই আমরা আনন্দিত হয়েছি।
পড়াশোনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।	পড়াশোনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।	সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ।

যৌগিক থেকে সরল বাক্য

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যেসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়। অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়। অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়। যথা:

যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।।

সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।	লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।
পড়াশুনা কর, নতুবা ভবিষ্যৎ অন্ধকার।	পড়াশুনা না করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
হয় কাজ কর, না হয় বসে পড়।	কাজ না করলে বসে পড়।
তার গায়ে একটুও মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়।	কেবল ক'খানা হাড় ছাড়া তার গায়ে একটুও মাংস নেই।
অনেক দেখা হল বটে, তবু দেখা শেষ হলো না।	অনেক দেখেও দেখা শেষ হলো না।
সে লোকটিকে খুন করেছিল এবং তার মাথা ঠাণ্ডা ছিল।	সে ঠাণ্ডা মাথায় লোকটিকে খুন করেছিল।
আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই আমি কোনো কাজ করতে পারছি না।	অত্যন্ত দুর্বলতাবশত আমি কোনো কাজ করতে পারছি না।
দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।	দয়া করে সব খুলে বলুন।
তিনি সত্যের পূজারি, এজন্য তিনি জগতের সর্বত্র আদৃত।	সত্যের পূজারি বলে তিনি জগতের সর্বত্র আদৃত।
তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন।	তিনি দরিদ্র হলেও সুখী ছিলেন।
তিনি আসতে পারলেন না, কারণ তিনি অসুস্থ।	অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারলেন না।
আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু বজ্রপাত হলো।	আকাশে মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হলো।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
সে মোটা বটে, কিন্তু তার গায়ে শক্তি নেই।	মোটা হলেও তার গায়ে শক্তি নেই।
এখনই যাও, নচেৎ তার দেখা পাবে না।	এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না।
আর লাভের আশা নেই, তাই বাড়ি ফিরতে হলো।	আর লাভের আশা নেই বলে বাড়ি ফিরতে হলো।
ধনের ধর্ম আছে, কিন্তু তা অসাম্য।	ধনের ধর্মই অসাম্য।
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।	তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।
দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে না।	দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

জটিল থেকে যৌগিক বাক্য

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিণত করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যথা:

জটিল বাক্য : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

জটিল বাক্য	যৌগিক বাক্য
যুদিও লোকটি ধনী, তথাপি সে কৃপণ।	লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।
যদিও তাঁর টাকা আছে, তবু তিনি দান করেন না।	তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান।	সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান।
যেহেতু সে নিরপরাধ, সেহেতু সে মুক্তি পাবে।	সে নিরপরাধ, অতএব মুক্তি পাবে।
যখন বৃষ্টি থামল, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম।	বৃষ্টি থামল এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।
যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখ আসে।	বিপদ এবং দুঃখ একইসঙ্গে আসে।
যদি সাঁতার কাট, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	সাঁতার কাট, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।	পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।

যৌগিক থেকে জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটোর প্রথমটির পূর্বে 'যদি' অথবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' অথবা 'তথাপি' অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। যথা:

যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য	জটিল বাক্য
তপুর বয়স অল্প, কিন্তু বেশি বুদ্ধিমান।	যদিও তপুর বয়স অল্প, তবু সে বেশি বুদ্ধিমান।
সে কাল আসবে এবং আমি যাব।	কাল যখন সে আসবে, তখন আমি যাব।
তুমি ভালো হও এবং সকলে তোমাকে ভালোবাসবে।	তুমি যদি ভালো হও, তবে সকলে তোমাকে ভালোবাসবে।
কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।	যদি কাব্য ম্যাজিক হয়, তবে সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।
সে দরিদ্র বটে, কিন্তু আত্মসম্মান হারায়নি।	যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে আত্মসম্মান হারায়নি।
সে সব দিন আর নেই, কিন্তু সেসব স্মৃতি এখনও জেগে রয়েছে।	যদিও সেসব দিন আর নেই, তবু সেসব স্মৃতি এখনও জেগে রয়েছে।
সে মরবে, তবুও একথা বলবে না।	যদিও সে মরবে, তবু একথা বলবে না।
লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।	যদিও লোকটি ধনী, তথাপি সে কৃপণ।
দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দিব না।	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে শাস্তি দিব না।
তার আভাস পেতাম, কিন্তু নাগাল পেতাম না।	যদিও তার আভাস পেতাম, তবু তার নাগাল পেতাম না।
তুমি ধনী, কিন্তু উদার নও।	যদিও তুমি ধনী, তবু উদার নও।
দোষ করেছো অতএব শাস্তি পাবে।	যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।

বাক্য রূপান্তর: অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে।

- সূত্র: ক। 'হ্যাঁ' সূচক বাক্যকে 'না' করতে হলে মূল অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
  অস্তিবাচক : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার অযোগ্য।
  নেতিবাচক : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।
- সূত্র: খ। বাক্যে 'না', 'নয়', 'নহে', 'ন', 'নেই', 'নাহি', 'নাই' ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয়যোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়াকে) নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন–
  অস্তিবাচক : মন নিচুতে নামতে অনিচ্ছুক। নেতিবাচক : মন নিচুতে নামতে চায় না।
  অস্তিবাচক : টাকায় সব করে। নেতিবাচক : টাকায় কিনা করে?
- সূত্র: গ। প্রয়োজন মতো বাক্যের অন্য শব্দকে 'না' সূচক প্রয়োগ করতে হয়। যেমন–
  অস্তিবাচক : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি?
  নেতিবাচক : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের আপত্তি থাকিতে পারে না।
- সূত্র: ঘ। না-বাচক ক্রিয়া ও না-বাচক শব্দ না-বাচক অব্যয় মিলে বাক্যের অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-সূচক ভাবটি বজায় রাখতে হয়। যেমন–
  অস্তিবাচক : ভাইয়ের উচিত কাজ হয়েছে। নেতিবাচক : ভাইয়ের অনুচিত কাজ হয়নি।
  পরিবর্তিত নঞর্থক বাক্যে 'নি' নঞর্থক অব্যয় 'উচিত'-এর বিপরীত শব্দ 'অনুচিত' মিলে বাক্যের অস্ত্যর্থক ভাবটি অক্ষুণ্ন রেখেছে।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল।	উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।
আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে।	আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।
এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে।	এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলিয়া পারে না।
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।	বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না।
পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল।	পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রহিল না।
তাহাদিগকে সকল দেশের ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।	তাহাদিগকে সকল দেশের ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না।
সৌদামিনী খ্রিস্টান হয়ে গেল।	সৌদামিনী খ্রিস্টান না হয়ে পারল না।
ঐরূপ পর্দাবিরোধ সর্বদাই অপ্রশংসনীয়।	ঐরূপ পর্দাবিরোধ কখনোই প্রশংসনীয় নহে।
সে কথাই এরা ভাবে।	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
বাড়িটা তারা দখল করেছে।	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।
কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।	কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
আরও দুবার ফোন করেছি।	আরও দুবার ফোন না করে পারিনি।
মানুষের তৈরি দুর্যোগও অনেক ক্ষতি করে।	মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না।
তাহারও পরে কি হইল সেকথা বলিতে আমি অক্ষম।	তাহারও পরে কি হইল সেকথা বলিতে আমি সক্ষম নহি।
সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।	সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ না করে পারে না।
তুমি আবার এসো।	তুমি আবার না এলে হবে না।
আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন।	আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না।
মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন।	তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।

বাক্য রূপান্তর: নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্য

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে।

- সূত্র: ক। বাক্য পরিবর্তিত হলেও মূল অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হয়। যেমন–

  নেতিবাচক : সেটা কখনোই সফল হতে পারে না। অস্তিবাচক : সেটা সর্বদাই অসফল হয়।
  নেতিবাচক : বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়। অস্তিবাচক : বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ।
  নেতিবাচক : একথা ভুলেও কখনো ভাবিনি। অস্তিবাচক : একথা সব সময়ই ছিল ভাবনার অতীত।

- সূত্র: খ। 'না', 'নয়', 'নি', 'নেই', 'নহে' ইত্যাদি নঞর্থক তুলে দিতে হয় এবং শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে হ্যাঁ-সূচক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হয়। যেমন–

  নেতিবাচক : কোথাও শান্তি ছিল না। অস্তিবাচক : সর্বত্র অশান্তি ছিল।
  নেতিবাচক : ওদের কাউকে পাওয়া যায়নি। অস্তিবাচক : ওরা সবাই নিরুদ্দেশ।

- সূত্র: গ। প্রয়োজনমতো নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দ দ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়। যেমন–

  নেতিবাচক : শহীদদের মৃত্যু নেই। অস্তিবাচক : শহীদরা অমর।
  নেতিবাচক : ওকে চেনাই যায় না। অস্তিবাচক : ওকে চেনা অসম্ভব।

নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্য

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না।	এ আশ্রমমৃগ, বধ করা হইতে বিরত হউন।
আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।	আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার অযোগ্য।
না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই।	হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাহিরে আছেন।
এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।	এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে বিবর্জিত।
দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার আস্থা ছিল না।	দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার অনাস্থা ছিল।
কিন্তু বরফ গলিল না।	কিন্তু বরফ অগলিত রহিল।
এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।	এ কথা আমরা অবিশ্বাস করি।
আমরা ধর্মের কাজ করিতেছি না।	আমরা অধর্মের কাজ করিতেছি।
পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।	পৃথিবী অস্থায়ী।
তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।	তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত।
তক্তাসুদ্ধই সে নিচে না পড়ে পারল না।	তক্তাসুদ্ধই সে নিচে পড়ে গেল।
কলিমদ্দি সে সব জানে না।	কলিমদ্দির সে সব অজানা।
আমি বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানি না।	বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা আমার অজানা।
তাতে সমাজ জীবন চলে না।	তাতে সমাজ জীবন অচল হয়ে পড়ে।
এমন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না।	সকল লোকই দেশকে ভালোবাসেন।
তারা যাবে না কোথাও।	তারা এখানেই থাকবে।
কারো মুখে কোনো কথা নেই।	প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।
সেখানে কেউ নেই।	সে জায়গাটা নির্জন।
কথাটা না মেনে উপায় নেই।	কথাটা মানতেই হয়।
তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।	অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে।
রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	রোগা মানুষ সমস্ত রাত উপোস থাকবে।
তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না।	তাঁর কাছে গীতের মর্মও অবোধ্য, গীতার ধর্মও অবোধ্য।
আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না।	আমার প্রণাম লইবার পূর্বেই প্রস্থান করিলেন।
এ কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	এ কথা মুখে আনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।
দেখি, সে বিছানায় নাই।	দেখি, সে বিছানার বাইরে।
সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।	তাকে একটু বিস্মিত হতেই হল।

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
আমি তোমাকে কিছুই দেব না।	আমি তোমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করব।
ওকে চেনাই যায় না।	ওকে চেনা দুষ্কর।
আমরা বাধা দিতে পারলাম না।	আমরা বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম।
আমরা নড়লাম না।	আমরা অনড় রইলাম।

বাক্য রূপান্তর: নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

নেতিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে এবং নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরের পর প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্ন চিহ্ন (?) বসাতে হবে। যেমন–

- সূত্র: ক। নেতিবাচক বাক্যের না-সূচক শব্দ তুলে দিতে হয় এবং নির্দেশক হলে 'কি' এবং নঞর্থক বাক্য হলে 'নাকি', 'নয় কি'-সহ জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়। যেমন–
  নেতিবাচক : খেলা হচ্ছে জীবজগতের নিষ্পাপ কর্ম। প্রশ্নবোধক: খেলা জীবজগতের নিষ্পাপ কর্ম নয় কী?
  নেতিবাচক : আর পথ নেই। প্রশ্নবোধক: আর কি পথ নেই?
- সূত্র: খ। 'না' সূচক অব্যয় তুলে দিয়ে 'হ্যাঁ'- সূচক অর্থপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করতে হয় এবং 'কি', 'নয় কি', অব্যয় ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন–
  নেতিবাচক : দুঃখের আর অন্ত নেই। প্রশ্নবোধক: দুঃখ অন্তহীন নয় কি? / দুঃখ কি অনন্ত?
- সূত্র: গ। 'জানি না', 'জানা নেই' ইত্যাদি শব্দ তুলে দিয়ে 'হ্যাঁ সূচক' শব্দ ব্যবহার করে 'কি' অব্যয়সহ জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন–
  নেতিবাচক : কোথাও শান্তি আছে কিনা জানা নেই। প্রশ্নবোধক: কোথাও শান্তি আছে কি?
- সূত্র: ঘ। সাধারণ বর্তমান কালে 'ল', 'ইল' ক্রিয়াবিভক্তি থাকলে তার সঙ্গে আগে 'হয়' ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহার করে এবং নঞর্থক অব্যয় যোগে নেতিবাচক বাক্য গঠন করে এবং প্রশ্নবোধক অব্যয়যোগে প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন করতে হয়। যেমন–
  নেতিবাচক : উদ্যানলতা সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।
  প্রশ্নবোধক : উদ্যানলতা সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল কি?

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

নেতিবাচক	প্রশ্নবোধক বাক্য
তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে না।	তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে কি?
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন না।	সরস্বতী/লক্ষ্মী বর দেবেন কি?
তাদের সে জ্বালা নেই।	তাদের সে জ্বালা আছে কি?
অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নেই।	অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা আছে কি?
কেউই অন্ধের দুঃখ বুঝল না।	অন্ধের দুঃখ কেউ কি বুঝল?
এ খবর আমরা কেউ জানতাম না।	এ খবর আমাদের কেউই কি জানত?
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?

বাক্য রূপান্তর: প্রশ্নবোধক থেকে নেতিবাচক বাক্য

প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে এবং প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রশ্নবোধক চিহ্ন তুলে দিয়ে নেতিবাচক বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি বসাতে হবে। যেমন–

- **সূত্র: ক। প্রশ্নবোধক বাক্যের 'ক' তুলে দিয়ে 'না', 'নাই', 'নেই', 'নি', 'জানি না', 'বুঝি না' ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। যেমন–**
  প্রশ্নবোধক : তাহাদের কি স্ত্রী নাই, তাহারা কি পাষাণ?
  নেতিবাচক : তাহাদের ঘরে স্ত্রী আছে কিনা, তাহারা পাষাণ কিনা জানি না।
  প্রশ্নবোধক : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের কি দেখা আছে?
  নেতিবাচক : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নেই।
- **সূত্র: খ। 'প্রশ্নবোধক' বাক্যে শুধু 'কি' বা 'নাকি' প্রশ্নবোধক অব্যয় তুলে দিতে হয়। যেমন–**

প্রশ্নবোধক : সরস্বতী বর দেবেন কি?
নেতিবাচক : সরস্বতী বর দেবেন না।

- **সূত্র: গ। প্রশ্নবোধক 'কি' অব্যয় তুলে দিয়ে 'কিনা', 'জানি না', 'জানা নেই', 'জানা নেই' ইত্যাদি নেতিবাচক বক্তব্যের সাহায্যে নেতিবাচক বাক্য গঠন করতে হয়। যেমন–**
  প্রশ্নবোধক : শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ কি প্রকট?
  নেতিবাচক : শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ প্রকট কি না জানা নেই।

প্রশ্নবোধক থেকে নেতিবাচক বাক্য

প্রশ্নবোধক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
তুমি কোথা থেকে এসেছ?	তুমি কোথা থেকে এসেছ, জানা নেই।
তিনি কি এসেছেন?	তিনি আসেননি।
আমার কি বলা হয়েছে?	আমার বলা হয়নি।
বিদ্বানগণ কি দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন?	বিদ্বানগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হন না।

বাক্য রূপান্তর : অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে।

- সূত্র: ক। কর্তার পর সাধারণত প্রশ্নবাচক অব্যয় ব্যবহার করতে হবে।
- সূত্র: খ। ক্রিয়াপদের পর 'না' অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হবে।
- সূত্র: গ। বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধকচিহ্ন থাকবে। যেমন–
  অস্তিবাচক : তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।
  প্রশ্নবোধক : তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?
  অস্তিবাচক : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি তা জানতে চাই।
  প্রশ্নবোধক : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম জানতে পারি কি?

বাক্য রূপান্তর : অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	প্রশ্নবোধক বাক্য
শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান।	শৈশবে কি তাঁর বাবা মারা যান নি?
ভুল সকলেই করে।	ভুল কি সকলেই করে না?
ফুল সকলেই ভালোবাসে।	ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?
দেশকে ভালোবেসে শত শহীদ জীবন উৎসর্গ করেছেন।	দেশকে ভালোবেসে শত শহীদ কি জীবন উৎসর্গ করেননি?
সুখ সকলেরই কাম্য।	সুখ কার না কাম্য?
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
একলা যেতে ভয় করবে কিনা জানতে চাই।	একলা যেতে ভয় করবে না তো?

বাক্য রূপান্তর: নির্দেশাত্মক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

- সূত্র: ক। নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার সবচেয়ে কাছাকাছি সম্ভাব্য উত্তর হবে নির্দেশাত্মক বাক্যটি।
- সূত্র: খ। নির্দেশাত্মক বাক্য হ্যাঁ-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক হবে না-বাচক, নির্দেশাত্মক বাক্য না-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক হবে হ্যাঁ-বাচক। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিধেয় ক্রিয়ার নঞর্থক অব্যয় যোগ করতে হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নঞর্থক অব্যয় বর্জন করে 'আর' প্রভৃতি বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের আগমন ঘটাতে হয়।
- সূত্র: গ। রূপান্তরিত বাক্যে প্রয়োজনমতো 'কে', 'কি', 'কোথায়' ইত্যাদি প্রশ্নাত্মক অব্যয় এবং প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন–

নির্দেশাত্মক : কেউ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না।	প্রশ্নাত্মক : কেউ কি মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে?
নির্দেশাত্মক : তারা যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে না।	প্রশ্নাত্মক : তারা কি যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে?
নির্দেশাত্মক : দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।	প্রশ্নাত্মক : দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে?

নির্দেশাত্মক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রশ্নাত্মক বাক্য
সে আর ভিক্ষা করে না।	সে কি আর ভিক্ষা করে?
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ।	সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
আমাদের সে মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না।	আমাদের সে মনের ভাবের কি কোনো পরিবর্তন হলো?
এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।	এবার কি আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো না?
জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।	জননী জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?
আর তো পথ নেই।	আর কি পথ আছে?
সে কথা আজও ভুলতে পারি না।	সে কথা কি আজও ভুলতে পেরেছি?
এটা তো মানুষের ধর্ম নয়।	এটা কি মানুষের ধর্ম?
মরতে তো একদিন হবেই।	মরতে কি একদিন হবে না?

বাক্য রূপান্তর : প্রশ্নাত্মক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

- সূত্র: ক। প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে কেবল উত্তরের প্রত্যাশায় নয়, বক্তা বা লেখক যে উত্তর দিতে চান তারই সম্ভাব্যতার দিকে লক্ষ রেখে বাক্যটিকে সাজাতে হয়। এই রূপান্তরে প্রশ্নাত্মক অব্যয় ও প্রশ্নচিহ্ন (?) বর্জিত হয় এবং বাক্যকে হ্যাঁ-বাচক হলে না-বাচক, না-বাচক হলে হ্যাঁ-বাচকে পরিবর্তিত করতে হয়।
- সূত্র: খ। কে, কি ইত্যাদি প্রশ্নসূচক শব্দ লোপ পায়।
- সূত্র: গ। নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে।

প্রশ্নাত্মক	: মৃত্যু কি জীবনের শেষ নয়?	নির্দেশাত্মক	: মৃত্যুই জীবনের শেষ।
প্রশ্নাত্মক	: কেন সময় নষ্ট কর?	নির্দেশাত্মক	: সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।
প্রশ্নাত্মক	: তোমাকে দিয়ে আর কি হবে?	নির্দেশাত্মক	: তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

প্রশ্নাত্মক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

প্রশ্নাত্মক বাক্য	নির্দেশাত্মক বাক্য
গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত কি এগিয়ে আসে?	গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।
কী সাপ ভাই?	সাপের নামটা জানি না।
তাতে আর বিচিত্র কী?	তাতে আর বিচিত্র কিছু নেই।
আমরা কি শহরে যেতে পারি?	আমরা শহরে যেতে পারি না।
একে দিয়ে কি এ কাজ হবে?	একে দিয়ে এ কাজ হওয়ার কথা নয়।

বাক্য রূপান্তর : নির্দেশাত্মক থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তরিত করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে।

- সূত্র: ক। বাক্যের কর্তা সাধারণত মধ্যম পুরুষের হবে। তবে অনেক সময় নাও থাকতে পারে।
- সূত্র: খ। ক্রিয়াপদের ব্যবহার কর্তা অনুযায়ী হবে।
- সূত্র: গ। নির্দেশাত্মক বাক্যের মূল ধাতুটিকে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ারূপে পরিণত করতে হয়। যেমন–

নির্দেশাত্মক	: দেশের সেবা করা কর্তব্য।	অনুজ্ঞাবাচক	: দেশের সেবা করবে।
নির্দেশাত্মক	: ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি।	অনুজ্ঞাবাচক	: ভুলগুলো এখনই সংশোধন কর।
নির্দেশাত্মক	: আর ভয় নেই।	অনুজ্ঞাবাচক	: আর ভয় করো না।
নির্দেশাত্মক	: আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।	অনুজ্ঞাবাচক	: চল আমরা পালাই।

অনুজ্ঞাবাচক : জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও বড়। অনুজ্ঞাবাচক : জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গ হতেও বড় মনে করবে।

নির্দেশাত্মক থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	অনুজ্ঞাবাচক বাক্য
উপকার করার অধিকার থাকা চাই	উপকার করার অধিকার রেখো।
তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে।	তবে ওর ভিতর দিয়ে যেও না।
আপনাকে নিতে হবে।	আপনি নেবেন।
তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়।	তুমি ভীত হয়ো না।
দুর্গতদের সেবা করা সবার কর্তব্য।	সবাই দুর্গতদের সেবা কর।
দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য।	সবাই দেশের সেবা কর।

বাক্য রূপান্তর : অনুজ্ঞাবাচক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

✍ সূত্র: ক। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের অন্তর্গত মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি (-ইয়া/এ,-ইয়া/তে, -ইলে/লে) বা কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করতে হয় এবং অনুজ্ঞার ভাবকে দিতে হয় নির্দেশাত্মক ভাবের পরিণতি। যেমন–

অনুজ্ঞাবাচক : দরজার খোল।
নির্দেশাত্মক : তোমায় দরজা খুলতে বলছি।

অনুজ্ঞাবাচক : খবরদার, আর এক পাও এগিয়ো না।
নির্দেশাত্মক : আর এক পাও অগ্রসর না হওয়ার জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।

অনুজ্ঞাবাচক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	নির্দেশাত্মক বাক্য
বিপদে ধৈর্য ধর।	বিপদে অধীর হতে নেই।
মন দিয়ে লেখাপড়া করো।	মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।
সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো।	সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।
গুরুজনদের মান্য করবে।	গুরুজনদের মান্য করা উচিত।
দেশের সেবা কর।	দেশের সেবা করা কর্তব্য।
দরিদ্রদের সেবা করবে।	দরিদ্রদের সেবা করা উচিত।
সদা সত্য কথা বলবে।	সদা সত্য কথা বলা উচিত।
চুপ কর।	চুপ করতে বলছি।
এখনই এখান থেকে যাও।	এখনই এখান থেকে যেতে বলছি।
পরিশ্রম করে খাও।	পরিশ্রম করে খাওয়া উচিত।
ছাত্রজীবনে বেশি বেশি অধ্যয়ন করো।	ছাত্রজীবনে বেশি বেশি অধ্যয়ন করা উচিত।
আইন-কানুন মানবে।	আইন-কানুন মানা উচিত।
এখন তোরা যা।	এখন তোদের যেতে বলছি।
দুর্জনকে দূরে রেখো।	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।

বাক্য রূপান্তর : প্রশ্নাত্মক থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

✍ সূত্র: প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে প্রধানত প্রশ্নাত্মক অব্যয় বর্জন করে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়ার রূপ আনতে হয়। যেমন–

প্রশ্নাত্মক : তোর নাম কি?

অনুজ্ঞাবাচক : তোর নাম বল।

প্রশ্নাত্মক : অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয় কি?

অনুজ্ঞাবাচক : অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর।

প্রশ্নাত্মক : গুরুজনের কথা অমান্য করা অনুচিত নয় কি?

অনুজ্ঞাবাচক : গুরুজনের কথা অমান্য করো না।

বাক্য রূপান্তর : নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়বোধক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে বিস্ময়বোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে।

- সূত্র: ক। বিশেষণ পদের আগে 'কী', 'কত' ইত্যাদি বিশেষণীয় বিশেষণ পদ বসে।
- সূত্র: খ। বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!) বসবে।
- সূত্র: গ। প্রয়োজনে বাক্যের অন্যান্য পদের কিছু কিছু স্থান পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

নির্দেশাত্মক : ছেলেগুলো খুব দুষ্টু।
বিস্ময়বোধক : কী দুষ্টু ছেলেগুলো !

নির্দেশাত্মক : এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।
বিস্ময়বোধক : এবার আমার যে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো!

নির্দেশাত্মক : সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।
বিস্ময়বোধক : সন্ধ্যার পর কী অন্ধকার ঘনিয়ে এলো!

নির্দেশাত্মক : আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি।
বিস্ময়বোধক : আঠারোর কী জয়ধ্বনি!

নির্দেশাত্মক : দৃশ্যটি বড় করুণ।
বিস্ময়বোধক : দৃশ্যটি কী করুণ!

নির্দেশাত্মক : মেয়েটি খুব সুন্দর।
বিস্ময়বোধক : মেয়েটি কী সুন্দর!

নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়বোধক বাক্য

নির্দেশাত্মক বাক্য	বিস্ময়বোধক বাক্য
দৃশ্যটি অতীব করুণ।	দৃশ্যটি কী করুণ!
এটি অত্যন্ত ঘৃণার কথা।	কী ঘৃণার কথা!
শিশুটির মৃত্যুদৃশ্য অত্যন্ত শোকাবহ।	শিশুটির মৃত্যুদৃশ্য কী শোকাবহ!
সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি।	সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি!
এ গানটি অত্যন্ত করুণ।	গানটি কী করুণ!
ভারি মজার কথা।	কী মজার কথা!
তারা বেশ সুখে আছে।	কী যে সুখে আছে তারা!
সত্য সেলুকাস, এ দেশ বড় বিচিত্র।	সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!
ভারি চমৎকার চিত্র।	কী ভারি চমৎকার চিত্র!
ছেলেটি খুব দরিদ্র।	ছেলেটি কত দরিদ্র!
ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব।	কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!
যা দেখলাম, ভারি সুন্দর।	আহা! কী (সুন্দর) দেখলাম।
যা দেখলাম তা ভুলবার নয়।	আহা! দৃশ্যটি ভুলবার নয়!

এ তো ভয়ানক দুঃখের কথা।	কী ভয়ানক দুঃখের কথা!
ভারি মজার কথা।	কী মজার কথা!
শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়।	শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!

✍ **সূত্র:** নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে সন্দেহসূচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সন্দেহসূচক শব্দ, যেমন– বোধহয়, হয়তো, মনে হয়, বুঝি, সম্ভবত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

নির্দেশাত্মক : তাদের জয় হবে।
সন্দেহসূচক : তাদের বোধ হয় জয় হবে।

নির্দেশাত্মক : আরো অনেক কথা আছে।
সন্দেহসূচক : বোধ করি আরো অনেক কথা আছে।

নির্দেশাত্মক : সকলেই তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।
সন্দেহসূচক : বোধহয় সকলেই তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বাক্য রূপান্তর : সন্দেহসূচক থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য

✍ সূত্র: সন্দেহসূচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের সন্দেহসূচক শব্দগুলো বিলুপ্ত হবে এবং কর্তৃপদের সঙ্গে নিশ্চয়বোধক ই/ও অব্যয়যোগে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করতে হবে।

✍ সূত্র: সন্দেহসূচক শব্দ, যেমন– বোধহয়, হয়তো, মনে হয়, বুঝি, সম্ভবত প্রভৃতি লোপ পায়।

সন্দেহসূচক : প্রায় চমকে উঠেছিলাম বোধহয়।
নির্দেশাত্মক : রীতিমত চমকে উঠেছিলাম।

সন্দেহসূচক : অঙ্কগুলো খুব কঠিন হবে বোধহয়।
নির্দেশাত্মক : অঙ্কগুলো কঠিনই হবে।

বাক্য রূপান্তর : নির্দেশাত্মক থেকে কার্যকারণাত্মক বাক্য

✍ সূত্র: নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে কার্যকারণাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্যে সংকেত বা শর্তের আরোপ থাকবে এবং সংকেত বা শর্তের আরোপের জন্য ইয়া/ইলে প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার করতে হবে। যেমন–

নির্দেশাত্মক : পুত্র গৃহত্যাগ করার অল্পদিন পরেই পিতার মৃত্যু হয়।
কার্যকারণাত্মক : পুত্র গৃহত্যাগ করলে অল্পদিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু হয়।

নির্দেশাত্মক : না পালালে রক্ষা নেই।
কার্যকারণাত্মক : যেহেতু রক্ষা নেই, সেহেতু পালাই চলো।